বাংলা ব্যাকরণ

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

গুরুত্বপূর্ণ নোটস — সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য

---

১. প্রকৃতি কাকে বলে?

যে মূল শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন অর্থবহ শব্দ গঠিত হয়, সেই মূল শব্দ বা ধাতুকে প্রকৃতি বলে। সহজ কথায়, প্রত্যয় যার সঙ্গে যুক্ত হয়, তাকেই প্রকৃতি বলা হয়।

উদাহরণ: চল্ (প্রকৃতি) + অন্ত (প্রত্যয়) = চলন্ত, জাল (প্রকৃতি) + ইয়া (প্রত্যয়) = জেলে।

প্রকৃতির শ্রেণিবিভাগ

গঠন অনুসারে প্রকৃতি দুই প্রকার —

- ধাতুপ্রকৃতি বা ক্রিয়ামূল — যা ক্রিয়াপদ গঠনের ভিত্তি।
- নামপ্রকৃতি বা শব্দমূল — বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম প্রভৃতি নামপদের মূল রূপ।

২. ধাতু কাকে বলে?

ক্রিয়াপদের যে মূল অংশের সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তাকে ধাতু বলে। ধাতু ক্রিয়া সম্পাদনের মূল ভাব প্রকাশ করে। যেমন: কর্ (কর্ + অ + লাম = করলাম), পড়্ (পড়্ + ই = পড়ি)।

২.১ উৎস অনুসারে ধাতুর প্রকারভেদ

প্রকার	সংজ্ঞা	উদাহরণ
তৎসম ধাতু	সংস্কৃত থেকে প্রায় অপরিবর্তিত রূপে আগত ধাতু	কৃ, লিখ্, পঠ্, দৃশ্
খাঁটি বাংলা ধাতু	বাংলা ভাষায় স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠা ধাতু	কর্, পড়্, খা, যা, দেখ্

২.২ গঠন অনুসারে ধাতুর প্রকারভেদ

গঠনগত দিক থেকে ধাতুকে মৌলিক ধাতু ও সাধিত ধাতুতে ভাগ করা হয়। সাধিত ধাতুর মধ্যে রয়েছে নাম ধাতু, প্রযোজক (ণিজন্ত) ধাতু ও যৌগিক ক্রিয়া।

প্রকার	সংজ্ঞা	উদাহরণ

Poly Notes Hub

মৌলিক ধাতু	যে ধাতু অন্য কোনো শব্দ থেকে গঠিত নয়, নিজেই মূল	কর্, পড়্, খা, যা
সাধিত ধাতু	মৌলিক ধাতু বা নামপদের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত ধাতু	পড়্ + আনো = পড়ানো
নাম ধাতু	বিশেষ্য/বিশেষণ/অব্যয় শব্দের সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত করে গঠিত ধাতু	হাত + আনো = হাতানো, লাথি + আনো = লাথানো
প্রযোজক (ণিজন্ত) ধাতু	কর্তা অন্যকে দিয়ে কাজ করায় এমন ভাব প্রকাশক ধাতু	পড়্ + আনো = পড়ানো, খাওয়ানো
যৌগিক ক্রিয়া	দুটি ধাতু মিলে একটি ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে	খেয়ে ফেলা, লিখে রাখা

৩. নামপ্রকৃতি কাকে বলে?

বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম প্রভৃতি নামপদের যে মূল রূপের সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাকে নামপ্রকৃতি বলে। যেমন: জাল (নামপ্রকৃতি) + ইয়া (তদ্ধিত প্রত্যয়) = জেলে।

৪. প্রকৃতি-প্রত্যয়ঘটিত পদ

প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাকে প্রকৃতি-প্রত্যয়ঘটিত পদ বলে। ধাতুপ্রকৃতির সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হলে গঠিত পদকে কৃদন্ত পদ এবং নামপ্রকৃতির সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হলে গঠিত পদকে তদ্ধিতান্ত পদ বলা হয়।

প্রকৃতি	প্রত্যয়	নিষ্পন্ন পদ	পদের নাম
চল্ (ধাতু)	অন্ত (কৃৎ)	চলন্ত	কৃদন্ত পদ
গা (ধাতু)	ণক (কৃৎ)	গায়ক	কৃদন্ত পদ
জাল (নাম)	ইয়া (তদ্ধিত)	জেলে	তদ্ধিতান্ত পদ
দয়া (নাম)	আলু (তদ্ধিত)	দয়ালু	তদ্ধিতান্ত পদ

৫. প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সম্পর্ক

- প্রকৃতি ছাড়া প্রত্যয় স্বাধীনভাবে কোনো অর্থ প্রকাশ করতে পারে না।
- প্রত্যয় সবসময় প্রকৃতির পরে যুক্ত হয়, কখনও আগে নয়।
- প্রকৃতি দুই রকম (ধাতু ও নাম) হওয়ায় প্রত্যয়ও দুই রকম (কৃৎ ও তদ্ধিত) হয়।
- একই প্রকৃতির সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অর্থবহ শব্দ গঠিত হতে পারে।

Poly Notes Hub

৬. পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

- কোনো শব্দকে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ে ভেঙে দেখানোর অনুশীলন পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ, তাই বেশি শব্দ নিয়ে অনুশীলন করা দরকার।
- নাম ধাতু ও প্রযোজক ধাতুর গঠন প্রায় একইরকম দেখতে হলেও উৎস ভিন্ন — নাম ধাতু গঠিত হয় নামপদ থেকে, প্রযোজক ধাতু গঠিত হয় মৌলিক ধাতু থেকে।
- তৎসম ও খাঁটি বাংলা ধাতুর পার্থক্য মনে রাখতে শব্দের উৎস (সংস্কৃত না বাংলা) লক্ষ করতে হবে।
- প্রকৃতি ও প্রত্যয় অধ্যায়টি সন্ধি, সমাস ও উপসর্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তাই একসঙ্গে অনুশীলন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

Poly Notes Hub

অনুশীলনী: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

নিচের প্রশ্নগুলি অনুশীলন করে নিজের প্রস্তুতি যাচাই করে নাও। উত্তরপত্র শেষে দেওয়া আছে।

---

১. যে মূল শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাকে কী বলে?

ক) বিভক্তি
খ) প্রকৃতি
গ) উপসর্গ
ঘ) সমাস

২. প্রকৃতি প্রধানত কয় প্রকার?

ক) দুই প্রকার — ধাতুপ্রকৃতি ও নামপ্রকৃতি
খ) তিন প্রকার
গ) চার প্রকার
ঘ) পাঁচ প্রকার

৩. ক্রিয়াপদের মূল অংশ, যাতে ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তাকে কী বলে?

ক) নামপ্রকৃতি
খ) ধাতু
গ) প্রত্যয়
ঘ) অনুসর্গ

৪. উৎস অনুসারে ধাতু প্রধানত কয় প্রকার?

ক) দুই প্রকার — তৎসম ধাতু ও খাঁটি বাংলা ধাতু
খ) তিন প্রকার
গ) চার প্রকার
ঘ) পাঁচ প্রকার

৫. যে ধাতু মূলত সংস্কৃত থেকে অপরিবর্তিত রূপে বাংলায় এসেছে, তাকে কী বলে?

ক) খাঁটি বাংলা ধাতু
খ) তৎসম ধাতু
গ) সাধিত ধাতু
ঘ) নাম ধাতু

৬. মৌলিক ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত ধাতুকে কী বলে?

ক) মৌলিক ধাতু
খ) সাধিত ধাতু
গ) তৎসম ধাতু
ঘ) যৌগিক ক্রিয়া

৭. বিশেষ্য, বিশেষণ বা অব্যয় শব্দের সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত করে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে কী বলে?

ক) নাম ধাতু

Poly Notes Hub

খ) প্রযোজক ধাতু
গ) মৌলিক ধাতু
ঘ) তৎসম ধাতু

৮. 'হাত + আনো = হাতানো' — এটি কোন প্রকার ধাতুর উদাহরণ?
ক) মৌলিক ধাতু
খ) নাম ধাতু
গ) তৎসম ধাতু
ঘ) প্রযোজক ধাতু

৯. যে ধাতুর সাহায্যে কর্তা অন্যকে দিয়ে কাজ করায় বোঝানো হয়, তাকে কী বলে?
ক) নাম ধাতু
খ) প্রযোজক বা ণিজন্ত ধাতু
গ) তৎসম ধাতু
ঘ) সংযোগমূলক ধাতু

১০. 'পড়্ + আনো = পড়ানো' — এটি কোন প্রকার ধাতুর উদাহরণ?
ক) নাম ধাতু
খ) প্রযোজক ধাতু
গ) মৌলিক ধাতু
ঘ) তৎসম ধাতু

১১. নামপ্রকৃতি বলতে কী বোঝায়?
ক) যে শব্দের সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়
খ) শুধু ক্রিয়ামূল
গ) শুধু সর্বনাম পদ
ঘ) শুধু বিভক্তিযুক্ত পদ

১২. প্রকৃতি ও প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত পদকে কী বলা হয়?
ক) সমস্তপদ
খ) প্রকৃতি-প্রত্যয়ঘটিত পদ (কৃদন্ত/তদ্ধিতান্ত)
গ) ব্যাসবাক্য
ঘ) সন্ধিবদ্ধ পদ

১৩. দুই বা ততোধিক ধাতু মিলিত হয়ে যে যৌগিক ক্রিয়া গঠন করে, তার উদাহরণ কোনটি?
ক) খেয়ে ফেলা
খ) দয়ালু
গ) গায়ক
ঘ) সুফল

১৪. 'কাঁদ্' ধাতুটি কোন প্রকার ধাতু?
ক) তৎসম ধাতু
খ) খাঁটি বাংলা মৌলিক ধাতু
গ) নাম ধাতু
ঘ) প্রযোজক ধাতু

Poly Notes Hub

১৫. প্রকৃতি ও প্রত্যয় অধ্যায় মূলত কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে?

ক) বাক্যে পদের ক্রম

খ) মূল শব্দ/ধাতু ও তার সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া

গ) কারক ও বিভক্তির সম্পর্ক

ঘ) সন্ধির নিয়ম

Poly Notes Hub

উত্তরপত্র (Answer Key)

প্রশ্ন নং	সঠিক উত্তর
1	খ) প্রকৃতি
2	ক) দুই প্রকার — ধাতুপ্রকৃতি ও নামপ্রকৃতি
3	খ) ধাতু
4	ক) দুই প্রকার — তৎসম ধাতু ও খাঁটি বাংলা ধাতু
5	খ) তৎসম ধাতু
6	খ) সাধিত ধাতু
7	ক) নাম ধাতু
8	খ) নাম ধাতু
9	খ) প্রযোজক বা ণিজন্ত ধাতু
10	খ) প্রযোজক ধাতু
11	ক) যে শব্দের সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়
12	খ) প্রকৃতি-প্রত্যয়ঘটিত পদ (কৃদন্ত/তদ্ধিতান্ত)
13	ক) খেয়ে ফেলা
14	খ) খাঁটি বাংলা মৌলিক ধাতু
15	খ) মূল শব্দ/ধাতু ও তার সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া

Poly Notes Hub